১৬.৫ উমাইয়া বংশের পতনের কারণ
Causes of the Fall of the Umayyad Dynasty

১। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ঃ পৃথিবীর কোন সাম্রাজ্য বা রাজবংশ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে চিরস্থায়ী নয়। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কৃতিত্বের জন্য কোন সাম্রাজ্য বা রাজবংশ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে সত্য; কিন্তু কেউই কালের করাল গ্রাস বা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম এড়াতে পারে নি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনের মতে, "যে কোন রাজবংশের স্থিতিকাল একশত বছর এবং ক্ষমতাসম্পন্ন রাজবংশকেও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা এবং ক্রমাবনতি ও পতন এ তিনটি নির্দিষ্ট অধ্যায়কে অতিক্রম করতে হবে।" উমাইয়া সাম্রাজ্যও এর ৯০ বছরের (৬৬১ - ৭৫০ খ্রিঃ) স্থিতিকালের মধ্যে উপরিউক্ত তিনটি নির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করে এসেছিল। অতএব, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই এ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ছাড়াও উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের পশ্চাতে আরও অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

২। উমাইয়া খলিফাদের অযোগ্যতা ও দোষত্রুটি ঃ উমাইয়া বংশের যে চৌদ্দজন খলিফা সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন সুশাসক ছিলেন। মাবিয়া, আবদুল মালিক, ওয়ালিদ ও দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত প্রায় সকলেই শাসক হিসেবে দুর্বল ও অযোগ্য ছিলেন। অধিকাংশ খলিফার দুর্বলতা, অযোগ্যতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন এ বংশের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। একমাত্র দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত অন্যান্য খলিফা ইসলামের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। সাম্রাজ্যের উন্নতির চিন্তা না করে তাঁরা ভোগবিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। শেষদিকের অধিকাংশ খলিফা মন্ত্রিদের হাতে শাসনভার ন্যস্ত করে মদ, নারী ও সংগীত নিয়ে মত্ত থাকতেন। উমাইয়া বংশের পতনের কারণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মাসুদী মারওয়ান পরিবারের উচ্চপদস্থ জনৈক ব্যক্তির মন্তব্যকে নিম্নোক্ত কথায় লিপিবদ্ধ করেন, "যে সময় জনসাধারণের কাজে আমাদের মনোনিবেশ করা উচিত ছিল, সে সময় আমরা আমোদ-প্রমোদে কাটিয়ে দিয়েছি। জনসাধারণের উপর আমরা যে গুরু করভার চাপিয়ে দিয়েছিলাম, তা আমাদের শাসন হতে তাদেরকে বিমুখ করেছিল। পীড়াদায়ক করভারে বিরক্ত হয়ে এবং এর প্রতিকারের উপায় না দেখে তারা আমাদের হাত হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রার্থনা করেছিল; আমাদের রাজ্য বিরাণ হয়ে পড়ল এবং আমাদের রাজকোষ অর্থশূন্য হলো

কিন্তু জনগণের কার্য ও চতুর্দিকস্থ ঘটনাবলি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাই আমাদের সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ।"

প্রাচীনকালের সকল সাম্রাজ্যের মত উমাইয়া সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থাও এক ব্যক্তি অর্থাৎ খলিফার উপর ন্যস্ত ছিল এবং তিনিই ছিলেন সমগ্র পদ্ধতির প্রাণ; কিন্তু প্রাণ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন দেহ সুস্থ ও সবল থাকতে পারে না। পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ রাষ্ট্রের কার্যে অবহেলা করে হেরেমের ভোগবিলাসে বিভোর হয়ে থাকলে বিরাট সাম্রাজ্যের সমগ্র শাসনপদ্ধতি ধ্বসে পড়তে থাকে। পত্নী-উপপত্নী ও বহুসংখ্যক ক্রীতদাসীতে ভরপুর হেরেমের ন্যায় পাপপূর্ণ বিলাস-গৃহের ক্রমবৃদ্ধি উমাইয়া খলিফা, অভিজাত সম্প্রদায় ও দরবারকে অধঃপাতে নিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী যুগের কয়েকজন খলিফা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, যেমন ঃ তৃতীয় ইয়াযিদ, দ্বিতীয় মারওয়ান ও মাসলামা-বিন-আবদুল মালিক ক্রীতদাসীর সন্তান ছিলেন। ক্রীতদাসীর গর্ভজাত সন্তান বলে নৈতিক চরিত্রের দিক হতে তাঁরা দুর্বল এবং শাসনকার্যে অযোগ্য। পরবর্তী উমাইয়া খলিফা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ মদ, ক্রীতদাসী, সঙ্গীত ও গায়িকাদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদে মত্ত থেকে পারিবারিক জীবনকে কলুষিত করেছিলেন।

৩। **খলিফাদের ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ** রাষ্ট্র শাসনের ব্যাপারে একমাত্র ওমর-বিন-আবদুল আজিজ ব্যতীত সকল উমাইয়া খলিফা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। তাঁরা ধর্ম অপেক্ষা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর অধিক জোর দিতেন। একমাত্র বাইজানটাইম খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধে তাঁরা ইসলামের রক্ষাকারী হিসেবে দাবি করেছিলেন। ইসলামের প্রভাব তাঁদের উপর খুব কম ছিল। তাঁদের জোরপূর্বক খিলাফত দখল অনেক মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ করে ধার্মিক, শিয়া ও খারিজিদের অসন্তোষ উৎপাদন করেছিল। তারা উমাইয়াদের অনৈসলামিক শাসন ও আচরণের তীব্র সমালোচনা করতে থাকে। ইসলামের রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থার বদলে খলিফাদের ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব শেষ পর্যন্ত উমাইয়া বিরোধী সম্প্রদায়ের অসন্তোষকে বিদ্বেষ ও শত্রুতায় রূপান্তরিত করে উমাইয়া বংশের পতনকে অনিবার্য করে তোলে।

৪। **মন্ত্রিবর্গের স্বার্থপরতা ও সৈন্যবাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতা ঃ** মন্ত্রীবর্গের স্বার্থপরতা ও সৈন্যবাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতা উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকটা দায়ী ছিল। শাসকগণ সাধারণত মন্ত্রীদের বিশ্বাস করে তাঁদের উপর শাসনভার ন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু মন্ত্রিগণ সে বিশ্বাসের অমর্যাদা করে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি ও আকাঙ্খা পূরণের জন্য নিজেদের ইচ্ছামত শাসন পরিচালনা করতেন। ফলে সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অন্যদিকে, সৈন্যদের বেতন বাকি পড়ায় বিপদের সময় তারা শত্রুপক্ষে যোগদান করে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করেছিল।

৫। **হিমারীয় ও মুদারীয়দের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঃ** আরব জাতির সাম্প্রদায়িক কলহ উমাইয়া বংশের পতনের আর একটি কারণ। আরব জাতির মুদার (হেজাযী আরব) ও হিমার (ইয়েমেনী আরব) গোত্রদ্বয়ের পারস্পরিক কলহ উমাইয়া সাম্রাজ্যের শক্তিকে দুর্বল করে ফেলেছিল। মাবিয়া হতে প্রথম ইয়াযিদ পর্যন্ত প্রাথমিক যুগের উমাইয়া খলিফাগণ এ দু'প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতেন। সরকারি চাকরির ব্যাপারে তারা উভয় দলের সাথে সমান ব্যবহার করতেন। কোন একটি বিশেষ দলের প্রতি তাঁদের অনুরাগ থাকলেও তাঁরা এক দলকে অন্য দলের উপর জুলুম করতে দিতেন না।

কিন্তু সুলায়মানের সময় হতে পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ এ বিচক্ষণ নীতি হতে বিচ্যুত হয়েছিলেন। সুলায়মান ইয়েমেনী গোত্রকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে মুদারীয়দের উপর নির্যাতন চালান।

তাঁর ভ্রাতা ইয়াযিদ মুদারীয়দের প্রতি অনুগ্রহশীল ছিলেন এবং হিমারীয়দের প্রতি অত্যাচার করতেন। হিশাম ইয়ামেনীদের অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন এবং দ্বিতীয় ওয়ালিদ মুদারীয়দের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। সিরিয়ার ইয়েমেনী গোত্রের সমর্থন লাভ করে তৃতীয় ইয়াযিদ এবং মুদারীয়দের সহায়তায় দ্বিতীয় মারওয়ান ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। এভাবে পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ নিরপেক্ষ নীতি হতে বিচ্যুত হয়ে কোন এক গোত্রের পক্ষাবলম্বন করে এর প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের উপর নির্যাতন চালাতেন।

তাঁদের এ পক্ষপাতিত্ব গোত্রীয় প্রতিহিংসাকে প্রজ্বলিত করে এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বের কারণ ঘটায়। প্রত্যেক নতুন খলিফাই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের শাসনকর্তা ও সেনাপতিদেরকে বরখাস্ত করতেন এবং তাঁরা খলিফার অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্যাতিত, এমনকি নিহত হতেন। অনুরূপভাবে গভর্নরগণও তাঁদের বিরোধী গোত্রের অধীন কর্মচারীদেরকে যেকোন উপায়ে অভিযুক্ত করে চাকরি হতে বরখাস্ত করতেন এবং তাদের উপর নির্যাতন চালাতেন। এ প্রতিহিংসাপরায়ণতা কেবল শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করে নি, গোত্রীয় প্রতিহিংসাকেও প্রজ্বলিত করেন। মুসলমানদের মধ্যে দু'টি কলহরত বিপক্ষ দল সৃষ্টি হওয়ায় উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

৬। উত্তরাধিকারী নির্বাচনে নির্দিষ্ট নিয়মের অভাব ঃ উমাইয়া যুগে উত্তরাধিকারী নির্বাচনের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় সাম্রাজ্যে যথেষ্ট গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছিল। ইয়াযিদের মনোনয়নের মাধ্যমে উত্তরাধিকার নীতি সূচিত হলেও আরবদের গোত্রীয় আভিজাত্য এ নীতি বাস্তবায়নে যথেষ্ট বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। এ বংশের চৌদ্দজন খলিফার মধ্যে মাত্র চারজন তাঁদের পুত্রকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু মারওয়ানের পুত্র আবদুল মালিক এবং তাঁর পর তাঁর পুত্র আবদুল আজিজকে খলিফা পদে অভিষিক্ত করা হলে এ সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠে।

কারণ আবদুল মালিক সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁর ভ্রাতাকে বাদ দিয়ে স্বীয় পুত্র ওয়ালিদকে খলিফা পদে মনোনীত করলেন এবং সাথে সাথে তাঁর পুত্র সুলায়মানকে পরবর্তী খলিফা পদের জন্য ইঙ্গিত দান করলেন। খলিফা ওয়ালিদ ভ্রাতাকে বঞ্চিত করে নিজ পুত্রকে খলিফা পদে মনোনীত করার বৃথা চেষ্টা করেছিলেন। উত্তরাধিকারী নির্বাচনের এ হীন প্রচেষ্টা সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধের পথ উন্মুক্ত করেছিল। এভাবে সাম্রাজ্য ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছিল।

৭। অনারব মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার ঃ অনারবীয় মুসলমানদের (মাওয়ালী বা নবদীক্ষিত মুসলমান) প্রতি আরবীয় মুসলমানদের বৈষম্যমূলক ব্যবহার উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল। যে সাম্য-মৈত্রীর উপর বিশ্বনবী মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন, উমাইয়া রাজত্বের শেষভাগে তা লোপ পেয়েছিল। আরবীয় মুসলমানরা, বিশেষ করে পারস্যদেশীয় মুসলমানগণ ইসলামের খেদমতে সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়া সত্ত্বেও তাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এমনকি, তাদের নিকট হতে মাথাপ্রতি ট্যাক্সও আদায় করা হত।

উমাইয়া খলিফাদের এ বিমাতাসুলভ ব্যবহার সকল অনারবীয় মুসলমানের মনকে বিষাক্ত করে তুলেছিল এবং তারা উন্নতির পরিবর্তে উমাইয়াদের ধ্বংস সাধনের সুযোগ খুঁজতে লাগল। সত্য কথা বলতে কি, এ অবিচারের ফলে পারসিক মুসলমানদের মনে তাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়েছিল। কারণ তারা প্রাচীন সভ্য জাতির উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজদেরকে আরবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত। এবার তারা স্বাধীন হবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল। হিট্টি বলেন, "এসব অসুখী নবদীক্ষত মুসলমানদের মধ্যে শিয়া ও আব্বাসীয় মতবাদের বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে।"

উমাইয়াদের অদূরদর্শিতার ফলে অনারবীয় মুসলমানগণ তাদের ঘোর শত্রুতে পরিণত হলো এবং উমাইয়া বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করে এর পতনকে ত্বরান্বিত করল। এ প্রসঙ্গে

ঐতিহাসিক ভন্ ক্রেমার বলেন, "অন্য যেকোন ঘটনা অপেক্ষা শাসিত প্রজাদের প্রতি উমাইয়া খলিফাদের বিমাতাসুলভ আচরণ উমাইয়া বংশের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল। এটা এমন এক ভয়াবহ সামাজিক বিদ্রোহের সূচনা করেছিল যা শুধু উমাইয়াদের বিরুদ্ধে নয়, সমগ্র আরব শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল।"

৮। **শিয়া সম্প্রদায়ের বিরোধিতা ঃ** শিয়া সম্প্রদায়ের বিরোধিতাও উমাইয়া বংশের পতনের জন্য একটি কারণ ছিল। আলীর বংশের সমর্থক শিয়াগণ উমাইয়াদের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। হযরত আলী তাঁর পুত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের প্রতি উমাইয়া খলিফাদের অন্যায় ব্যবহার তাঁদের অন্তরে গভীর রেখাপাত করেছিল। আলী বংশধরদের প্রতি ঘৃণা এবং খুত্‌বাতে তাঁদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ ও কুৎসা রটনা করায় ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রই উমাইয়াদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

এমনকি, সুন্নী মুসলমানরাও কুরআন ও হাদিসের নীতি উপেক্ষিত হওয়ায় উমাইয়া খলিফাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল। তাঁদের অধিকাংশের নীতিহীন আচরণ, কারবালার হত্যাকাণ্ড, খুতবাতে হযরত আলীর বংশের নিন্দা প্রভৃতি উমাইয়াদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। বিরোধী শক্তি গোপনে তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং সুযোগ পেলেই তাঁদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করত।

৯। **খারিজি বিদ্রোহ ঃ** খারিজি সম্প্রদায়ের ঘন ঘন বিদ্রোহ উমাইয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে ফেলেছিল। খারিজিরা ছিল গণতান্ত্রিক নীতির সমর্থক এবং তারা উমাইয়াদের বংশগত শাসনকে স্বীকৃতি দেয় নি। শিয়াদের মত তারাও মনে করত যে, ইসলামের সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর উমাইয়া খলিফাদের কোন অধিকার নেই। পরবর্তীকালে খারিজিগণ উমাইয়া বিরোধী শক্তিসমূহের সাথে মিলিত হয়ে উমাইয়া বংশের পতনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এতদ্ব্যতীত, ইরাকি গোত্রেও শত্রুতা, অমুসলমান জিম্মি এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের বৈদেশিক শত্রুরাও উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কাজ করেছিল।

১০। **উমাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ঃ** মারিয়া তাত্ত্বিক ইসলামী রাষ্ট্রের পরিবর্তে গোত্রীয় কৌলিন্যকে ভিত্তি করে একটি আরব রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, আমীর আলীর মতে, একটি নীতির আমূল পরিবর্তন এবং কয়েকটি নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। হযরত আলীর প্রতি মার্বিয়ার আচরণে ও ইসলামের মৌলিক আদর্শে আঘাত হানায় উমাইয়া যুগের বিশিষ্ট চিন্তাশীল ও ধার্মিক ব্যক্তিগণ ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁদের অসহযোগিতা উমাইয়াদের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে বাধার সৃষ্টি করেছিল।

এতদ্ব্যতীত, উমাইয়া শাসকদের অসৎ ও অনৈসলামিক জীবন যাপন, কারবালার বেদনাদায়ক ঘটনা, হাজ্জাজের নির্মমতা, কা'বাগৃহের অবমাননা, মক্কা-মদিনা অবরোধ এবং বীর সেনানীদের প্রতি সুলায়মানের নিষ্ঠুর আচরণ জনমনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এ প্রতিক্রিয়ার ফলে উমাইয়া-বিরোধী শিয়া-খারিজি আব্বাসীয় আন্দোলনে শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছিল।

১১। **আব্বাসীয় আন্দোলন ঃ** সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে যখন অসন্তোষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল, তখন আব্বাসীয়গণ প্রচার করতে লাগলেন যে, তাঁরা হযরতের বংশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছেন। আলীর বংশ ও আব্বাসীয় বংশ উভয়ই হযরতের অর্থাৎ হাশিমীয় বংশের অন্তর্ভুক্ত। কৌশলে হযরত আলীর (রা) সমর্থকদেরকে নিজেদের দলে এনে আব্বাসীয়গণ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে আন্দোলন আরম্ভ করলেন।